بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবার সারাংশ (৩১ ডিসেম্বর- ২০১০ইং)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০- এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ উপস্থাপিত হচ্ছে।

তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আজ এ বছরের শেষ দিন। আর ইসলামী সালের প্রথম মাসের শেষ দশক আরম্ভ হয়েছে। নববর্ষের শুভেচ্ছা আর চলতি বছরের শেষ দিনকে বিদায় সম্ভাষণ এ ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ীই জানানো হয়। পুরাতন বছরকে বিদায় জানানোর প্রচলন তেমন একটি নেই, কিন্তু নতুন বছরকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও হৈ-হুল্লোড় করে স্বাগত জানানো হয়। পৃথিবীর সব দেশ ও জাতির মানুষ তাদের সাধ্য ও প্রথা অনুযায়ী বর্ষবরণের এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকে। প্রতি বছরই বছরের শেষ দিন আসে আবার চলেও যায় আর এটা তেমন কোন গুরুত্বও বহন করে না। কিন্তু আজকের দিনের কথা উল্লেখ করার কারণ হল, ২০১০ইং বর্ষ শুরুও হয়েছিল জুমুআর দিনে এবং শেষও হচ্ছে জুমুআর দিনে। আর জুমুআর এ দিন একটি বরকতময় দিন। আহমদীদের মনে কষ্ট দেয়ার জন্য কোন কোন ফিৎনাবাজ বিরুদ্ধবাদী বলতে পারে, এ বছরটি তোমাদের জন্য কীভাবে ভাল হতে পারে যাতে প্রায় এক শত মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে এবং প্রায় এক শত পরিবার তাদের পিতা, স্বামী বা সন্তানের জন্য আজও কাঁদছে। যদিও কোন কোন অ-আহমদীরা আমাদের শহীদদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অনেক এমন নিষ্ঠুরও আছে যারা এসব শহীদ সম্পর্কে কটুক্তি করেছে এবং এখনো করছে। তারা অনবরত হুমকি দিচ্ছে তোমাদের সাথে এখনোও আমাদের অনেক কিছু করা বাকী আছে। মনুষত্বহীন এ সব লোক দেখে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে কি আচরণ করছেন।

তাদের উপর আপতিত বিপদাবলী থেকেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করছে না বরং উল্টো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ অর্থাৎ তাদের হৃদয় আরো শক্ত হয়ে গেছে এবং এরা শয়তানী কার্যকলাপে আরো বেশি অগ্রগামী হচ্ছে। এসব লোক وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ 'আর শয়তান তাদেরকে তা সুন্দর করে দেখাচ্ছে, যা কিছু তারা করছে।' তাদের অপকর্মের মাধ্যমে কুরআন করীমের এই আয়াত সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। আজ বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের প্রাণ হরণ করেই তৃপ্ত হয় না বরং আরো কষ্ট দিতে চায়। তাই উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এসব লোকদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

হুযূর বলেন, অপরদিকে আমাদের শহীদ পরিবারের সদস্যরা তাদের আপনজনের শাহাদতে আহাজারি ও বিলাপের পরিবর্তে নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে খোদা তা'লার সমীপে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তাদের চিন্তা-ধারাই বদলে গেছে। শহীদদের নিকটাত্মীয়দের সমবেদনা জানানোর জন্য আমি বিভিন্ন দেশের আহমদীদের পাঠিয়েছিলাম। শহীদদের পরিবারের সাথে সাক্ষাতের পর সফরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকার কোন কোন দেশ থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলাম। তন্মধ্যে ঘানার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ আব্দুল্লাহ্ ওহাব বিন আদম সাহেব এবং ঘানার একজন আহমদী সাংসদ জনাব তাহের হামান্ড সাহেবও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ফেরার পথে তারা আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তারা বলেন, শহীদদের আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা ও স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সাক্ষাতের ফলে আমাদের ঈমান অনেক দৃঢ় হয়েছে। সেখানে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি তা অকল্পনীয়। আমরা তাদের সান্ত্বনা দিতে গেলে তারাই উল্টো ঈমানের দৃঢ়তা প্রদর্শন পূর্বক আমাদের সান্ত্বনা দেন।

হুযুর (আই.) বলেন, কিছুদিন পূর্বে একজন আহমদী ছাত্র পড়াশুনার জন্য যুক্তরাজ্যে এসেছে। গতকাল সে আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসে বলল, 'আমার মায়ের মনোবলের একটি ঘটনা আমি আপনাকে জানাতে চাই। এ ছেলের গায়েও সেদিন দু'টি গুলি লেগেছিল। আমি আহত হওয়ার পর মা-কে ফোন করে বলে ছিলাম, আমার গায়ে গুলি লেগেছে এবং রক্তক্ষরণ হচ্ছে'। উত্তরে মা বলেন, 'বাবা আমি তোমাকে খোদার কাছে সমর্পন করেছি। খবর পাচ্ছি, আহমদীরা শাহাদাত বরণ করছেন। তোমার ভাগ্যেও যদি শাহাদত নির্ধারিত থাকে তবে বীরত্বের সাথে আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ সমর্পন করবে। কোন প্রকার কাপুরুষতা দেখাবে না'। পরবর্তীতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই যুবকের শরীর থেকে গুলি বের করা হয় এবং সে প্রাণে বেঁচে যায়।

যে জাতির মায়েরা এমন যারা তাদের সন্তানদেরকে শাহাদতের জন্য তৈরী করছে। আত্মীয়-স্বজন এমন যারা তাদের সমবেদনা জ্ঞাপনকারীদের উল্টো সান্ত্বনা দেন – সে জাতির প্রাণ বিসর্জন খোদা তা'লার অসন্তুষ্টি বা শাস্তি বলে গণ্য হতে পারে না। হৃদয়ের সান্ত্বনা ও প্রশান্তিও মূলতঃ আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে লাভ হয়। আমরা সেই জাতি যারা শত্রুর ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ এবং প্রাণের বা বাহ্যিক ক্ষয়ক্ষতির ভয়ে খোদা তা'লার আঁচল পরিত্যাগ করে না। আর প্রিয় খোদার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না; বরং إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব' এ কথা বলে খোদা তা'লার ভালবাসা লাভ করার চেষ্টা করে।

অনেকেই এই বিষয়ে আমাকে আশ্বস্ত করে আমার কাছে চিঠি লিখেন। এরাই এমন মানুষ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা এ অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক তাদের ত্যাগ যদি গৃহীত হওয়া নির্ধারিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে তারা পিছ পা হবে না اِنْ شَاءَ الله।

হুযূর বলেন, অতএব এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী মানুষের এ কথা দ্বারা সেসব আপত্তিকারীর আপত্তিসমূহ অবান্তর প্রমাণিত হয় যারা বলে, এ বছরের শুরু এবং সমাপ্তিকে তোমরা কীভাবে কল্যাণময় বল?

আল্লাহ্ তা'লা এ বছর আহমদীয়াতের বাণীকে সমগ্র পৃথিবীর ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচারের যে সুযোগ করে দিয়েছেন, তা খোদা তা'লার অসীম করুণা ও কল্যাণেরই সাক্ষ্য বহন করে। এ বছর শহীদদের এ কুরবানীর পর আমরা আমাদের আবেগ ও অনুভূতীকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বাণী পৌঁছানোর যে সুযোগ পেয়েছি, তা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার সর্বত্রই বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং অন্যান্য মিডিয়া এই মহতী কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরবানীর মাধ্যমেই বিভিন্ন জাতি তাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়। ২০১০ সালে পাকিস্তানের শহীদগণ যেই ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং করে যাচ্ছেন, তা কখনো বৃথা যাবে না এবং যাচ্ছেও না।

হুযূর বলেন, আমাদের আত্মোৎর্গকারীদের ত্যাগ আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে কবুল করেছেন এবং তাদেরকে সেসব পুণ্যবানদের দলর্ভূক্ত করেছেন যাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ অর্থাৎ 'যারা তাদের প্রভুর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত ভেবো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রিয্ক দেয়া হচ্ছে।' কাজেই তারা আল্লাহ্ তা'লার অপার করুণায় এ চিরস্থায়ী কল্যাণরাজি লাভ করছে যা প্রতি মুহূর্তে তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করছে। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে আভিধানিকগণ موت বা اموت শব্দের যেসব অর্থ করেছেন সেগুলোর একটি অর্থ, 'যাদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না।' কাজেই, আমাদের দোয়া করা উচিত, আমরা যেন সৎকাজে অগ্রগামী হয়ে আমাদের আত্মোৎর্গকারীদের পুণ্যকে জীবিত রাখতে পারি। সত্যের পথে জীবন বিসর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তা বাহিনীর মাধ্যমে তাদের কুরবানীর বিনিময়ে অর্জিত বিজয় ও সফলতা

সম্পর্কে অবগত করেন। তাঁরা তাদের জীবন উৎসর্গের পরও আনন্দিত যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করেছেন এবং তাদের ত্যাগ ফলপ্রদ প্রমাণিত হচ্ছে। এ চিত্রটি সূরা আলে ইমরানে এভাবেই অংকিত হয়েছে, فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় তাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তাতে তারা খুব আনন্দিত এবং তারা তাদের পরবর্তীদের সম্পর্কে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি এ সুসংবাদ লাভ করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না।'

হুযূর বলেন, শহীদদের পরিবারবর্গ আমার কাছে এই মর্মে চিঠি লিখে যে, স্বপ্নে আমি ওমুক শহীদ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করেছি, আমার পিতার সাথে সাক্ষাত করেছি বা আমার সন্তানের সাথে সাক্ষাত করেছি। সে বলেছে, 'এখানে আমি খুব আনন্দে আছি, এখানে আমার সাথে এতো ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।' আমরা যখন তাদের এসব আনন্দের কথা শুনি তখন আমাদের মাঝে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিশেষ রিয্ক দান করছেন, তাদের জন্য আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করছেন।

সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি হতে যদি লাভবান হতে হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথে পূর্বাপেক্ষা সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে হবে। আমরা জীবনোৎসর্গকারীদের সৎকর্ম, তাদের পুণ্য এবং তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর কথা বর্ণনা করে থাকি, সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের কাজ-কর্মেরও বিশ্লেষণ করা উচিত। কেননা, ঐশী বিধান অনুযায়ী যে বিজয় আমাদের জন্য নির্ধারিত আমরাও যেন সে বিজয়ের অংশীদার হতে পারি; যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে আত্মোত্যাগকারীদেরকে ফিরিশ্তার মাধ্যমে দিয়ে থাকেন।

হুযূর বলেন, এ বছরটিকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণময় করেছেন। এক বছরে সাধারণত ৫২টি জুমুআ হয়, কিন্তু এ বছর ৫৩টি জুমুআ এসেছে। হাদীস অনুযায়ী জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন আল্লাহ্ তা'লা বান্দার দোয়া বিশেষভাবে কবুল করেন। লাহোরে ও মর্দানে আমাদের যেসব ভাই শহীদ হয়েছেন, তারা সবাই জুমুআর দিন দোয়ারত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সমীপে তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। নিঃসন্দেহে এ দোয়াসমূহ জান্নাতে তাদের জন্য উত্তম রিয্কের বিধান করছে এবং তাদের কাছে তাদের উত্তরসূরি ও জামাতের উন্নতির সুসংবাদ পৌঁছানোর কারণ হবে।

আমাদেরকে বছরের এই শেষ জুমুআ বিশেষভাবে দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করা উচিত। কেননা, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'জুমুআর দিন হল দিনসমূহের সর্দার এবং আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সবচেয়ে মহান দিন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটি ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ দিনে আল্লাহ্ তা'লা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন, তাঁকে মৃত্যু দিয়েছেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন বান্দা আল্লাহ্ তা'লার কাছে হারাম জিনিষ ব্যতীত যা কিছু চায় তিনি তা দান করেন এবং এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ দিনে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণ, আকাশ-পাতাল, বায়ুমন্ডল, পাহাড় ও সাগর ভীত-ত্রস্ত থাকে।'

অতএব, এ দিনের কল্যাণ লাভ করতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। এ দিন যেখানে পুণ্যবানের জন্য জান্নাত লাভের সুযোগ রয়েছে সেখানে শয়তানের খপ্পরে পড়ে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিস্কারের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

হুযুর (আই.) বলেন, আমরা এ যুগের আদমকে মান্য করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আদম নামে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই এ আদমের মাধ্যমে এখন পৃথিবীতে পুনরায় জান্নাত প্রতিষ্ঠিত হবে যা

পরকালীন জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি করবে। তাঁর মাধ্যমে যে নতুন জমি ও নতুন আকাশ সৃষ্টি হবে, সেটা কোন জাগতিক ভূমি ও আকাশ নয়। বরং মহানবী (সা.)-এর এ নিষ্ঠাবান প্রেমিকের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমলকারী সৃষ্টি হবে, আর তারা সর্বদা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকে মূল লক্ষ্য স্থির করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হবে। পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন জমিন এবং নতুন আকাশ তৈরীর চেষ্টা করবে, ত্যাগের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করবে। পুণ্যকর্মে সমৃদ্ধি অর্জন করবে আর তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ।

সুতরাং, এ যুগের ইমামের সাথে আল্লাহ্ তা'লা যে অঙ্গীকার করেছেন, আমরা যদি তা থেকে কল্যাণ মন্ডিত হতে চাই এবং দু'জাহানের পুরস্কার লাভ করতে চাই; তবে এমন কর্মের প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দান করবে। নিজেদের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ নিয়োজিত করে আল্লাহ্ তা'লার ছোট-বড় সকল আদেশ-নিষেধ পালন করা উচিত। যাতে আমরা সেই উন্নতির অংশীদার হই, যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'আমি তোমাকে ক্রমাগত বিজয় দান করব।' এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে ان شاء الله। তবে আমাদেরকেও নিজেদের আত্ম-বিশ্লেষণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ অর্থাৎ, 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সে অনুযায়ী সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য এমন প্রতিদান রয়েছে যা অফুরন্ত'।

সুতরাং, ঈমান আনার পর সৎকর্মও জরুরী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতের উদ্দেশ্য বলেন, সৎকর্ম বা পুণ্যকর্ম করা অবশ্যক। খোদা তা'লা পর্যন্ত যদি কোন কিছু পৌঁছায় তবে তা একমাত্র সৎকর্ম-ই। কাজেই ঈমান আনার পর সৎকর্ম একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপনের নামই হল সৎকর্ম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর অনন্ত ও অসীম প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের এক স্থানে সৎকর্মের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ অর্থাৎ, 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তুমি তাদের এমন সব বাগানের সুসংবাদ দাও যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবহিত হয়। এ থেকে যখনই তাদের রিয্কস্বরূপ কোন ফলফলাদি দেয়া হবে তারা বলবে, 'এতো এর পূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিল', অথচ তাদের কেবল এর অনুরূপ দেয়া হবে। আর তাদের জন্য সেখানে পবিত্র সঙ্গীরা রয়েছে এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে'।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এ আয়াতে ঈমানের সাথে সৎকর্মকে তুলনা করা হয়েছে, যেমনটি জান্নাত (বাগান) ও নদ-নদী'র তুলনা। ঈমানের ফল হচ্ছে জান্নাত এবং সৎকর্মের ফল হচ্ছে নদ-নদী। সুতরাং বাগান যেমন পানি এবং নদ-নদী ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি সৎকর্ম ছাড়া ঈমানও বৃথা।

আরেক স্থানে বৃক্ষের সাথে ঈমানের তুলনা করে তিনি (আ.) বলেছেন, 'সেই ঈমান যার দিকে মুসলমানদের আহ্বান করা হয় তা এক বৃক্ষের ন্যায় এবং সৎকর্ম সেই বৃক্ষে জল-সিঞ্চন করে। মোটকথা এ বিষয়ে যত বেশি চিন্তা করা হবে ততই জ্ঞান লাভ হবে। একজন কৃষককে ফসল ফলানোর জন্য জমিতে বীজ বপন করতে হয়। আর আধ্যাত্মিক ফসলের প্রত্যাশী কৃষকের জন্য ঈমান হল সেই বীজ যা বপন করা একান্ত আবশ্যক। কৃষক যেভাবে ক্ষেত বা বাগান প্রভৃতিতে সেচ দেয় তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বাগান তথা ঈমানের জন্য সেচ তথা সৎকর্ম

আবশ্যক। স্মরণ রেখো! সৎকর্ম ব্যতীত ঈমান এমন বৃথা যেমন একটি ভাল বাগান নদ-নদী বা অন্য কোন সেচের ব্যবস্থা ছাড়া নিস্ফল। যত ভাল ও উত্তম প্রকৃতির ফলবাহী বৃক্ষই হোক না কেন, মালিক যদি সেচের ব্যাপারে উদাসীন হয় তাহলে এর ফল কী হবে তা সবাই জানে। আধ্যাত্মিক জীবনে ঈমানের বৃক্ষের অবস্থাও অনুরূপ। আধ্যাত্মিকভাবে ঈমান একটি বৃক্ষ যার জন্য সৎকর্ম নদ-নদীরূপে সেচের কাজ করে। এছাড়াও কৃষককে বীজ বপন এবং সেচ দেয়ার পরও পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, তেমনিভাবে খোদা তা'লার আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি ও আশিসের সুফল লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনাও আবশ্যক করেছেন।

সুতরাং অফুরন্ত প্রতিদান পেতে হলে, কল্যাণরাজি থেকে লাভবান হতে হলে, দোয়া গৃহীত হবার প্রমাণ পেতে হলে সৎকর্ম করা প্রয়োজন। সেসব লোকের জন্য সুসংবাদ– যারা তাদের ঈমানকে সৎকর্ম দিয়ে সাজায়, যারা ঘোষণা দেয় যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে যুগ ইমামের প্রতি ঈমান এনেছি এবং যারা নিজেদের ব্যবহারিক জীবন ও কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা সম্মত করার জন্য নিরবধি চেষ্টা করে।

সুতরাং আজও এ দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জীবনকে সেভাবে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করেন যেভাবে জীবনযাপন করা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য আবশ্যক। আমাদের সব ইবাদত ও কাজ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়।

আজ রাতে দোয়ার মাধ্যমে এ বছরকে বিদায় এবং নববর্ষকে স্বাগত জানান। আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিশেষ সৌভাগ্য যাচনা করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতা সমূহ দূর করার তৌফিক দান করেন। আমাদের দুর্বলতার কারণে বিগত বছরে আমরা যে সৎকর্ম করতে পারিনি, নতুন বছরে যেন তা করতে পারি এবং ঈমানের বীজকে যথা সময়ে সৎকর্মের সেচের মাধ্যমে ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত করতে পারি।

হুযূর বলেন, একদিক থেকে আমরা আনন্দিত, কারণ জামাতের একটি অংশ ত্যাগ স্বীকার করে জামাতের জন্য তবলীগের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। আর অন্যদিকে আমি আক্ষেপের সাথে বলতে চাই, আমার কাছে অ-আহমদীদের এমন চিঠিও আসে যে, আপনার জামাতের ওমুক ব্যক্তি আমার সাথে অংশীদার ভিত্তিতে ব্যবসা করেছিল বা ঋণ নিয়েছিল, এখন সে আমার সাথে প্রতারণা করছে। অতএব যারা জামাতের দুর্নামের কারণ হচ্ছে, তাদের ঈমানদার হওয়ার মৌখিক দাবী কোন কাজে আসবে না। এসব লোক জামাতের উন্নতিতে অংশ নেয়ার পরিবর্তে জামাতের জন্য দুর্নাম বয়ে আনছে।

এছাড়া আহমদীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও রয়েছে। একজন আহমদীর সাথে আরেকজন আহমদীর আত্মীয়তাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। এমনটি না হলে দোয়ার কোন ফল পাওয়া যাবে না। সৎকর্মের মাঝে সব ধরনের অধিকার রক্ষার বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আমরা সবাই যদি আত্মপর্যালোচনা করে দেখি যে, বিগত বছরে আমরা আমাদের মধ্যে থেকে কতটা কলুষতা দূর করতে পেরেছি? আত্মত্যাগীদের ত্যাগ আমাদের অবস্থায় ও কর্মে কতটা পরিবর্তন এনেছে? তবে অবশ্যই এ বছরটি আমাদের জন্য কল্যাণের বছর বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু আমরা যদি জাগতিকতার প্রতি অগ্রসর হতে থাকি এবং স্বামী-স্ত্রী, ননদ-ভাবী ও বৌ-শাশুড়ী একে অন্যের অধিকার পদদলিত করতে থাকি; আর ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে একে অন্যের ক্ষতির প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকি, একে অন্যকে কষ্ট ও যাতনা দিতে থাকি, নিজেদের আচরণ ও কথাবার্তায় অশালীনতার আশ্রয় নিতে থাকি তবে আমরা কল্যাণ নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির অংশীদার হব। আমরা যদি আমাদের চালচলনে পরিবর্তন না আনি তবে এখনো আমরা এসব জীবনোৎসর্গকারীদের প্রশান্তির কারণ হতে পারি নি বলে বিবেচিত হবে।

হুযূর বলেন, আহমদীয়াতের শত্রুরা যদি আমাদেরকে কষ্ট দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে তবে আমাদের উচিত ছিল, নিজেদের ঈমানকে সৎকর্মে সজ্জিত করে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থাপন করা। আমাদের বিরুদ্ধে যদি অগ্নি

প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকে তবে আমাদের উচিত ছিল, এ আগুন থেকে সেই সোনার ন্যায় বের হওয়া যা আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়। এ আগুন নেভাতে অশ্রু ঝরানো উচিত ছিল যাতে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন সাধিত হয়। কাজেই, বিগত বছরটি যারা এভাবে কাটিয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে সৎকর্মে সজ্জিত করেছেন তারা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ্ তা'লা আগামী বছর এ অবস্থাকে পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর করার তৌফিক দান করুন। আর যারা নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন নি, তারা আজ রাতে এবং জুমুআর নামাযে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদেরকে সৎকর্মের সুযোগ দেন আর আগামী বছর নিজেদের সংশোধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার তৌফিক দান করেন।

আজ রাতে বিশেষকরে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষ যখন মদ্যপান, নাচ-গান এবং হৈ-হুল্লোড়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন আমরা আমাদের আবেগকে অশ্রুধারার আকারে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এ অঙ্গীকাররূপে নিবেদন করি যে, আগত বছর আমরা ঈমানে উন্নতি করার চেষ্টা করব এবং আমাদের কার্যকলাপকে খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী সজ্জিত করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সৌভাগ্য দান করুন এবং আমাদের দোয়া গ্রহণ করুন। আগত বছরটি বিশ্বের সকল আহমদীর ব্যক্তিগত ও জামাতী জীবনে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনুক।

হুযূর বলেন, এ বছর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেসব কল্যাণের ভাগী করেছেন সেগুলোর মধ্যে থেকে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য একটি হল, রাশিয়ান ডেস্কের মাধ্যমে M.T.A -তে রাশিয়ান প্রোগ্রামের সূচনা। খুতবার অনুবাদ হচ্ছে এবং ওয়েব সাইটও চালু হয়েছে। পূর্বে আমার কাছে দু'একজন রাশিয়ানের চিঠি আসত। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় এখন তাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে যে, 'রাশিয়াতে বালু কনার ন্যায় আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করছে'। আল্লাহ্ তা'লা করুন আহমদীয়াতের বাণী যেন তাদের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যায় এবং আমরা যেন আমাদের জীবনে এ ইলহামের পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করি।

আজ আমি আরেকটি বিষয় তুলে ধরছি, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের ওয়েব সাইট Al Islam -এ একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলীর সংকলন 'রূহানী খাযায়েন'-কে তারা এমন একটি সার্চ ইঞ্জিনের আওতায় এনেছেন, যার ফলে রূহানী খাযায়েন থেকে আপনি যেকোন শব্দ খুঁজে বের করতে পারবেন, যেমন - আল্লাহ্ তা'লার নাম, যীশু মসীহ্র নাম, মুহাম্মদ (সা.) নাম প্রভৃতি এতে লিখে সার্চ করলে রূহানী খাযায়েনের যেসব স্থানে এ সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো উদ্ধৃতিসহ সামনে এসে যাবে। যারা ইন্টারনেটের প্রতি আগ্রহ রাখেন, Al Islam দেখে তারা সার্চ করে মূল বইয়ের পৃষ্ঠাও দেখতে পাবেন। এটি খুব কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের যুবকদের টিম এ কাজ করেছে, যাদের মধ্যে দু'জন ছেলে ওয়াকফে নও। একজন লাহোরের নু'মান আহমদ, আরেকজন করাচীর মুবারক আহমদ। বাকী সবাই ভারতের। এরা হলেন চেন্নাইয়ের ফযলুর রহমান, ব্যাঙ্গালোরের মকসুদ আহমদ, শাহেদ পারভেজ, আব্দুস সালাম, আয়শা মকসুদ এবং আলতাফ আহমদ। রিয়াজ আহমদ মাঙ্গালুন এবং আরেকজন পাকিস্তানের খুর্‌রম নাসির। চেন্নাই-এর কলিমুদ্দীন শেখ। সাধারণ পাঠক এ সম্পর্কে ধারণাও করতে পারবে না যে, তারা কত বড় একটি কাজ করেছেন। সব বই পড়া, সবগুলো বই থেকে সব শব্দ খুঁজে বের করা, এরপর এর ইনডেক্স বানানো, আবার সেই ইনডেক্সের উদ্ধৃতি এবং সেসব পৃষ্ঠা সমূহের প্রোগ্রাম বানানো অনেক বড় একটি কাজ ছিল যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের নিষ্ঠাবান যুবকরা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন এবং বিশ্ববাসী এথেকে উপকৃত হোক। বর্তমানে আপত্তিকারীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর উপর চোখ মেললে দেখতে পাবেন এটিই সেই ধন ভান্ডার যা পৃথিবীবাসীর সংশোধনের উপায় হতে পারে। কিন্তু যাদের উপর প্রভাব পড়ে না তাদের কথা ভিন্ন। যাদের উপর কুরআনের কোন প্রভাব পড়ে নি, তারা কুরআন করীমের আয়াত নিয়েও ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিল। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে জ্ঞান ও উপলব্ধি দান করুন।

আজ আরেকটি বিষয়ে বলতে চাই আর তা হল, ইন্টারনেটের ফেইসবুকে আমার নামে একটি একাউন্ট খোলা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমি ফেইসবুকে কখনো কোন একাউন্ট খুলিও নি আর এতে আমার কোন আগ্রহও নেই। বরং কিছুদিন পূর্বে আমি জামাতের সদস্যদের 'ফেইসবুক' ব্যবহার করতে অনুৎসাহিত করেছিলাম। এতে অনেক অনিষ্ট রয়েছে। জানি না বোকার মত কে এ কাজ করেছে। এ কাজ কোন বিরোধীও করতে পারে, আবার কোন আহমদীও নেকীর উদ্দেশ্যে করে থাকতে পারে। যে-ই করুক না কেন, এটা এখন বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে আর বন্ধও হবে اِنْ شَاءَ الله। কারণ এর ক্ষতিকর দিক অনেক বেশি এবং উপকার কম। ব্যক্তিগত ভাবেও আমি লোকদের বলে থাকি, ফেইসবুকের এমন কিছু বিষয় সামনে আসে যা পরবর্তীতে দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়। বিশেষ করে মেয়েদেরকে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যাহোক, আমি বলে দিতে চাই, ফেইসবুকে যাদের একাউন্ট রয়েছে তারা এটি পড়ছে এবং নিজেদের মন্তব্যও দিচ্ছে, এটি একটি ভূল পদ্ধতি। এজন্য এ থেকে নিজেদের রক্ষা করুন, আর কেউ এতে অংশ নেবেন না। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হয় আর জামাতীভাবে ফেইসবুকের ন্যায় কোন সাইট চালু করতে হয়, তবে তা সাবধানতার সাথে চালু করা হবে। যাতে ব্যক্তিগত access (অনুপ্রবেশ) থাকবে না, কেবল জামাতী অবস্থান প্রকাশ পাবে। আর আমাকে বলা হয়েছে, কতক বিরুদ্ধবাদীও তাতে মন্তব্য দিয়েছে। অনুমতি ছাড়া একজনের নামে অন্য কারো কাজ শুরু করা অন্যায়, তা নেক উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন। কাজেই যে-ই এ কাজ করেছে, তা নেক উদ্দেশ্যে করলেও শীঘ্র বন্ধ করে দিন এবং ইস্তেগফার করুন। আর কেউ যদি দুষ্টামি করে থাকে তবে তাকে আল্লাহ্ তা'লাই দেখবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন এবং জামাতকে উন্নতির পানে পরিচালিত করতে থাকুন। (আমীন)

সংক্ষিপ্ত করণ- মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম
ওয়াকফে যিন্দেগী, বাংলাদেশ